بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১১ই মার্চ, ২০২২ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) 'র অনুপম জীবনচরিতের স্মৃতিচারণের ধারা বজায় রেখে খুতবা প্রদান করেন।

তাশাহ্হুদ, তাআ'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, খিলাফতে সমাসীন হবার পর হযরত আবু বকরকে যেসব বিপদাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তন্মধ্যে প্রথম ছিল মহানবী (সা.)-এর প্রয়াণের শোক যার ফলে প্রত্যেক মুসলমানই মুহ্যমান ছিলেন; কিন্তু এই এর ফলে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন হযরত আবু বকর, কারণ তিনি মহানবী (সা.)-এর বাল্যবন্ধু ও সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন, সেইসাথে তাঁর (সা.) মর্যাদা ও আনুগত্যের যে গভীর জ্ঞান তিনি রাখতেন তা নিঃসন্দেহে অন্যদের তুলনায় বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এরূপ কঠিন সময়ে অসীম সাহসিকতা ও ঈমান প্রদর্শন করেছেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর ঘটনা ও সাহাবীদের হতভম্ব অবস্থার উল্লেখ করে ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমরের মত সাহাবী ঘোষণা দিয়ে বসেছিলেন, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি; যে বলবে তিনি মারা গিয়েছেন আমি তার শিরোশ্ছেদ করব! তার এরূপ অবস্থানের ফলে অন্যদের মনেও মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। সমূহ সম্ভাবনা ছিল যে মহানবী (সা.)-এর এই প্রেমিকরা তাঁর ভালবাসার আতিশয্যে তওহীদের মৌলিক শিক্ষাই ভুলে যেতেন। সেই সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মসজিদে নববীতে এসে উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে লোকেরা, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদের (সা.) পূজারী ছিলে তারা জেনে নাও- নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন; আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতো তারা জেনে নিক- আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁর কোন মৃত্যু নেই।' নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে তিনি-ই সবচেয়ে বেশি শোকাহত ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র একত্ববাদ যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ হবার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে তখন তিনি সর্বাগ্রে সেটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরানের ১৪৫নং আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়ে সবাইকে এই শোক সহ্য করার সাহস যোগান, সেইসাথে আল্লাহ্‌র তওহীদ যা ঝুঁকির মধ্যে ছিল- তা-ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে এই ঘটনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি এ-ও উল্লেখ করেন, এর মাধ্যমে আবু বকর (রা.) সেসব মানুষের ভ্রান্তিরও অপনোদন করেন যারা হাদীসের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত না করার ফলে হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর জীবিত থাকার এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো।

দ্বিতীয় যে কঠিন বিপদের হযরত আবু বকর সম্মুখীন হন ও সেটিকে সামাল দেন তা হল- খিলাফত নির্বাচনের সময় মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের সুতোয় গেঁথে রাখা। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর খিলাফত নিয়ে সাকীফা বনি সায়েদাতে যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল- অবস্থাদৃষ্টে এটিই মনে হচ্ছিল যে আনসাররা মুহাজিরদের কাউকে খলীফা হিসেবে মেনে নেবে না আর মুহাজিররাও খিলাফতের প্রশ্নে কোন ছাড় দেবে না; আর বিষয়টি শুধু তর্ক-বিতর্কেই সীমাবদ্ধ না থেকে লড়াই-যুদ্ধ পর্যন্ত পরিস্থিতি গড়াবে। কিন্তু সেই কঠিন মুহূর্তেও আল্লাহ্ তা'লা আবু বকরের কথার মধ্যে অভাবনীয় প্রভাব সৃষ্টি

করেন, সেইসাথে মানুষের মনকেও হযরত আবু বকরের প্রতি অনুরক্ত করে দেন; ফলে যাবতীয় বিভেদ ও বিদ্বেষ পুনরায় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসায় পরিণত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যেভাবে বনী ইস্রাঈল হযরত মূসার পর ইউশা বিন নূনের কথা শুনেছিল এবং কোনরূপ মতভেদ না করে সবাই আনুগত্য করেছিল, তেমনটিই ঘটেছিল হযরত আবু বকর (রা.)'র বেলাতেও; সবাই মহানবী (সা.)-এর বিচ্ছেদের দুঃখে অশ্রুসিক্ত হয়ে আন্তরিকতার সাথে হযরত আবু বকরের খিলাফত স্বীকার করে নেয়।

তৃতীয় বড় বিপদ যা হযরত আবু বকর সামাল দেন তা ছিল হযরত উসামার সৈন্যবাহিনীর যাত্রা করা। মহানবী (সা.) এই বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে রোমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। মূতা ও তাবূকের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.)-এর শংকা ছিল, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শত্রুতা ও সেইসাথে ইহুদীদের উস্কানির ফলে রোমানরা না পাছে আরবের মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে। মূতার যুদ্ধে মুসলমানদের তিনজন আমীর হযরত যায়েদ, হযরত জা'ফর ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা একে একে শহীদ হয়েছিলেন, অবশেষে খালিদ বিন ওয়ালীদ নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে নেতৃত্ব নেন ও বিজয় অর্জন করে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) স্বয়ং মুসলিম বাহিনী নিয়ে তাবূক অভিমুখে যাত্রা করলে শত্রু সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ অঞ্চলে পালিয়ে যায়। এসব যুদ্ধের ফলে রোমানরা আরব আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে; এজন্য মহানবী (সা.) পূর্বাহ্নেই তাদের প্রতিহত করার লক্ষ্যে এবং মূতার যুদ্ধের শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে হযরত উসামাকে বাহিনী নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করতে নির্দেশ দেন। যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর ঠিক দু'দিন পূর্বে; মহানবী (সা.) নিজে উসামার জন্য পতাকা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। হযরত উসামা পতাকা হযরত বুরায়দা বিন হুসায়েবের হাতে দেন এবং সবাইকে নিয়ে **জুরফ্** নামক স্থানে সমবেত হন। এই সেনাদলে আবু বকর, উমর, আবু উবায়দা বিন জাররাহ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসসহ শীর্ষস্থানীয় সাহাবীরা সকলেই ছিলেন। কিছু মানুষ কানাঘুষা আরম্ভ করে- এক বালককে এরকম জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের আমীর বানানো হচ্ছে?! মহানবী (সা.) একথা জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং সবাইকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে বলেন, তার বাবাকে আমীর বানানো নিয়েও তোমাদের আপত্তি ছিল, অথচ সে-ও ঠিক সেভাবেই আমীর হবার যোগ্য যেমনটি তার বাবাও যোগ্য ছিল! মহানবী (সা.) মৃত্যুর একদিন পূর্বেও তাকে জোর দিয়ে যুদ্ধে যেতে বলেন। উসামা যাত্রা করার ঠিক আগ মুহূর্তে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মদীনা ফিরে আসেন। যখন হযরত আবু বকর খলীফা হিসেবে বয়আত গ্রহণ করেন, তখন তিনি পুনরায় উসামাকে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করতে বলেন। এদিকে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সাথে সাথেই আরবের বিভিন্ন স্থানে মুরতাদ হবার হিড়িক পড়ে যায় এবং মদীনায় শত্রুদের আক্রমণের সমূহ আশংকা দেখা দেয়। পরিস্থিতি দেখে লোকজন হযরত আবু বকরের কাছে নিবেদন করে, এরূপ পরিস্থিতিতে উসামার বাহিনীকে মদীনার নিরাপত্তার জন্য রেখে দিন। হযরত আবু বকর দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দেন, যদি মদীনার অলিতে-গলিতে নারী ও শিশুদের লাশও শেয়াল-কুকুরে খায়, স্বয়ং খলীফার মরদেহও শকুন ঠুকরে খায়- এরূপ পরিণতি নিশ্চিত হলেও উসামার বাহিনীকে পাঠানো হবে। এরূপ বর্ণনাও আছে যে সবাই হযরত উমরকে দু'টি প্রস্তাব দিয়ে খলীফার কাছে পাঠায়, হয় এই বাহিনীকে থামান, নতুবা অন্ততঃ জ্যেষ্ঠ কাউকে নেতৃত্ব দেয়া হোক। হযরত আবু বকর উভয় প্রস্তাবকেই

ঘৃণার সাথে প্রত্যাখান করে বলেন, আবু কুহাফার পুত্রের এতবড় স্পর্ধা হতে পারে না যে তার প্রথম নির্দেশ হবে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শেষ নির্দেশকে অমান্য করা!

ইতিহাস থেকে জানা যায়, হযরত আবু বকর নিজে পায়ে হেঁটে গিয়ে এই বাহিনীকে এগিয়ে দেন; তিনি উসামার কাছে অনুরোধ করে হযরত উমরকে বাহিনী থেকে পৃথক করে মদীনায় রেখে নেন। খলীফার নির্দেশ ও দোয়া নিয়ে উসামার বাহিনী যাত্রা আরম্ভ করে এবং ঝটিকা আক্রমণ করে **উবনা** ও **ওয়াদিউল কুরা**য় শত্রুদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে দ্রুত মদীনা ফিরে আসে; এই অভিযানে একজন মুসলমানও শহীদ হন নি। এই অভিযানের প্রভাব ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী; সবাই বুঝতে পারে খলীফার সিদ্ধান্তই যুগোপযোগী ও উপকারী হয়ে থাকে, সেইসাথে এ-ও বুঝতে পারে যে আবু বকর অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। দ্বিতীয়তঃ আরব গোত্রগুলো ধারণা করে নেয় যে মুসলমানরা অনেক শক্তিশালী, নতুবা এরূপ পরিস্থিতিতে এভাবে এতদূরে সেনাদল পাঠাতে পারতো না। তৃতীয়তঃ রোমানরাসহ যেসব ভিনদেশী শক্তি আরবের ওপর আক্রমণ করার পাঁয়তারা করছিল- তাদের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। তারা আশ্চর্য হয়ে ভাবে- একদিকে এদের নবী মারা গিয়েছে, আর এরা উল্টো আমাদের ওপর আমাদের এলাকায় এসে আক্রমণ করছে!

হযরত আবু বকরের জন্য চতুর্থ চ্যালেঞ্জ ছিল যাকাত অস্বীকারকারীদের বিশৃঙ্খলা। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে পুরো আরবে মুরতাদ হবার হিড়িক পড়ে যায়; শুধু দু'টি মসজিদ ছাড়া বা কারও কারও মতে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্যান্য মসজিদে বাজামা'ত নামায বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মত্যাগেরও বিভিন্ন রূপ ছিল; কেউ কেউ একেবারে ইসলাম অস্বীকার করে আবার মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছিল, কেউ নবুয়্যতের মিথ্যা দাবী করে বসে, কেউ কেউ বাহ্যত ইসলামের অধীন থাকে ও নামাযও অব্যাহত রাখে, কিন্তু যাকাত অস্বীকার করে বসে প্রভৃতি। যাকাতের ক্ষেত্রে একদল ছিল অস্বীকারকারী ও একদল ছিল যাকাত প্রদানে বাধা দানকারী। যখন এদের সম্পর্কে করণীয় বিষয়ে হযরত আবু বকর পরামর্শসভা করেন তখন হযরত উমর, যিনি সাধারণত শরীয়ত পালনে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, তিনি বলেন- আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর যারা ঈমান রাখে- এমন ব্যক্তিরা যাকাত অস্বীকার করলেও আপাতত তাদেরকে সাথে নিয়ে অন্যদের মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু হযরত আবু বকর স্পষ্ট ঘোষণা দেন, আল্লাহ্‌র কসম, যারা নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে, তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব! হযরত উমর ও অন্য সাহাবীদের মন্তব্য হল, পরে তারাও বুঝতে পারেন যে আবু বকরের সিদ্ধান্তই উপযুক্ত ও সঠিক ছিল, যদি সেদিন ছাড় দেয়া হতো তবে ইসলামের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়তো। হুযূর (আই.) বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এবং এই আলোচনা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান।

খুতবার শেষদিকে হুযূর পুনরায় পৃথিবীর বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির জন্য দোয়ার কথা স্মরণ করান। এছাড়া হুযূর সম্প্রতি প্রয়াত নিষ্ঠাবান আহমদী সৈয়দা কায়সারা জাফর হাশমি সাহেবার গায়েবানা জানাযার ঘোষণা দেন যিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী সৈয়দ মুহাম্মদ আলী বুখারী (রা.)-এর পৌত্রি ছিলেন। হুযূর তার সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তার রূহের মাগফিরাত ও জান্নাতে উচ্চ পদমর্যাদা কামনা করে দোয়া করেন।

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের

খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]